মানবাধিকার কি?
মানবাধিকার কর্মীর কাজ কি?

নির্দেশিকা

বেঙ্গল হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল-বিএইচআরআই
আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা

মানবাধিকার কি ? মানবাধিকার কর্মীর কাজ কি ?

লেখনি ও নির্দেশনায়

লায়ন মোঃ নিলয় পারভেজ (এনপি)

এল এল বি (অনার্স), এল এল এম

পিজিডি (ডেটা সায়েন্স)

প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান

বেঙ্গল হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল (বিএইচআরআই)

সম্পাদনা

ক্যাপ্টেন (অবঃ) নাফিজ ইকবাল

জনসংযোগ কর্মকর্তা

বেঙ্গল হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল-বিএইচআরআই

প্রকাশক

বেঙ্গল হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল-বিএইচআরআই

সিকদার রেজেন্সি টাওয়ার, ৩য় তলা

১২৩, বনানী ১১ নম্বর সড়ক

বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ

হেল্প লাইনঃ +৮৮ ০৯৬ ১১ ৩০৯ ৭৩৫

ই-মেইলঃ info@bhrint.org

ওয়েবসাইটঃ www.bhrint.org

ফেইসবুক পেইজঃ https://www.facebook.com/bhrint.org

প্রকাশকাল

জানুয়ারি ২০২২

মুদ্রনে

আলমাস প্রকাশনী

৯২, গাউসুল আজম সুপার মার্কেট

নীলক্ষেত, নিউ মার্কেট, ধাকা-১২০৫

মোবাইলঃ +৮৮ ০১৭ ৩৩ ২১০ ২১৬

মানবাধিকার কি ? মানবাধিকার কর্মীর কাজ কি ?

সূচিপত্র

মানবাধিকার কি ?
মানবাধিকার কাকে বলে ?
মানবাধিকার গুলো কি কি ?
মানবাধিকার কর্মীর কাজ কি ?
মানবাধিকার সংস্থা গুলোর নাম ও ঠিকানা ।
আইন সহায়তা দানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ।
আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ।
বেঙ্গল হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল এর অভ্যন্তরীণ নীতিমালা ।
পরিশেষে ।

মানবাধিকার

মানুষ হিসেবে একজন ব্যাক্তি যে সম্মান, নিরাপত্তা ও অধিকার লাভ করে তাকেই মানবাধিকার বলে। মানবাধিকার হচ্ছে এমন একটি ধারণা, যা অধিকার খর্বিত হওয়ার পর থেকেই বিকাশ লাভ করেছে৷ যেকোনো ধরনের জুলুম, নির্যাতন, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে মানবাধিকার ধারণাটি বিস্তৃতি লাভ করেছে৷ মানুষের কিছু মৌলিক অধিকার থাকলেও মানবাধিকারের ধারণা ব্যাপক ও বিস্তৃত। মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার কিংবা রাষ্ট্র গুরুদায়িত্ব পালন করে। কিন্তু মানবাধিকার একটি বিশ্বজনীন ও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত একটি বিষয়।

মানবাধিকার কি?

একজন মানুষ হিসেবে অথবা বিশ্ব মানবতার একজন সদস্য হিসেবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দলমত নির্বিশেষে ব্যাক্তিত্ব বিকাশ ও আত্মপরিচয় বহনের সুযোগ-সুবিধার অধিকার হল মানবাধিকার।

মানবাধিকার কাকে বলে?

একজন মানুষ হিসেবে অথবা বিশ্ব মানবতার একজন সদস্য হিসেবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, দলমত নির্বিশেষে ব্যাক্তিত্ব বিকাশ ও আত্মপরিচয় বহনের সুযোগ-সুবিধার অধিকার কে মানবাধিকার বলে। এটি একটি বিশ্বজনীন ধারণা। প্রত্যেকটি মানুষের রয়েছে সম্মান, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও নিরাপত্তা লাভের অধিকার। আর এসব অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয় যেখানে তা হচ্ছে মানবাধিকার। একটি স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েও একজন মানুষ মানবাধিকার লাভ করতে পারে। আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে মানবাধিকার নিশ্চিত করার বিকল্প নেই। মৌলিক অধিকার নিশ্চিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা থাকলেও একজন মানুষ পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে গিয়ে মানবাধিকার লাভ করবেন এটা মানবাধিকারের মুল কথা।

মানবাধিকার গুলো কি কি?

মানবাধিকার গুলো ঠিক কি কি এগুলো নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। মানবাধিকার ঠিক নির্দিষ্ট করে একটি বৃত্তের মধ্যে নিয়ে আসা যায়না। তবে পরিষ্কার ধারণার জন্য মানবাধিকারগুলো কেমন হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করবো। মানুষের যে অধিকারগুলো বহুল প্রচলিত ও পরিচিত সেগুলো হচ্ছে, বেচে থাকা বা জীবন ধারণের অধিকার, বাক-স্বাধীনতার অধিকার, স্বাধীনভাবে নিজের ধর্ম পালন করার অধিকার, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার, স্বাধীন চিন্তা ও মতামত প্রকাশ করার অধিকার।

যেহেতু বিশ্বে শান্তি ও ন্যায় বিচারের ভিত্তি হচ্ছে মানব পরিবারের সদস্য হিসেবে অবিচ্ছেদ্য অধিকার ও সহজাত মর্যাদার স্বীকৃতি। তাই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের একটি সার্বজনিন ঘোষণাপত্র জারি করেছে। এই ঘোষণাপত্র অনুযায়ী মানবাধিকারের ৩০ টি ধারার কথা উল্লেখ রয়েছে। এসব ধারা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

- সকল মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মাবে। সকলেই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসূলভ আচরণ প্রদর্শন করবে।
- ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা, জন্ম প্রভৃতি নির্বিশেষে প্রত্যেকেই সমান অধিকার ভোগ করবে।
- আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে কোনো দেশের নাগরিক, সে যেকোনো দেশেরই হোক না কেনো, স্বাধীন বা পরাধীন তার প্রতি কোনোরুপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবেনা।
- প্রত্যেকেরই জীবনের ও দৈহিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে।
- সকল প্রকর দাসপ্রথা নিষিদ্ধ। কাউকে দাসে পরিণত করা যাবেনা। ক্রীতদাস প্রথা বা দাসব্যাবসা বিলুপ্ত করা হবে।
- কাউকে নির্যাতন, নিষ্ঠুর আচরণ বা অমানবিক আচরণ করা যাবেনা বা এরূপ শাস্তি প্রদান করা যাবেনা।
- আইনত সকলের ব্যাক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করার অধিকার আছে।
- সকলে আইনের চোখে সমান। আইনের কাছে সকলে সমানভাবে আশ্রয়গ্রহণ করার সুযোগ পাবে। কারো প্রতি আইনগত বৈষম্য করা যাবেনা।
- মৌলিক অধিকার লংঘন হয় এমন ক্ষেত্রে জাতীয় বিচার আদালতের কাছে থেকে কার্যকর প্রতিকার লাভের অধিকার সকলের আছে।
- ইচ্ছেমতো কাউকে গ্রেপ্তার করা বা নির্বাসন দেওয়া যাবেনা।
- নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নিজের বিরুদ্ধে আনীত কোন ফৌজদারী অভিযোগ নিবারনের জন্য একটি নিরপেক্ষ বিচার আদালতে প্রকাশ্য শুনানি লাভের অধিকার।
- দন্ডপ্রাপ্ত অপরাধে অভিযুক্ত হলে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ লাভ এবং অপরাধী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ গণ হওয়ার অধিকার।
- কাউকে এমন কোনো কাজের জন্য শাস্তি দেয়া যাবেনা যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে দন্ডনীত অপরাধ হিসেবে গণ্য নয়। যে শাস্তি প্রাপ্য তার চেয়ে গুরুতর শাস্তি দেয়া যাবেনা।
- কারো ব্যাক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা বা তার সম্মান ও মর্যাদার উপরে আঘাত করা যাবেনা। কেউ এমন অন্যায় করলে তার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করার অধিকার সকলের রয়েছে।
- নিজ রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার সকলের রয়েছে।
- প্রত্যেকেরই নিজ দেশ বা অন্য দেশ ত্যাগ বা প্রত্যাবর্তন করার অধিকার রয়েছে।

- যুলুম বা নির্যাতন থেকে বাচতে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণের অধিকার প্রত্যেকের রয়েছে।
- প্রত্যেক ব্যাক্তির জাতীয়তা লাভের অধিকার।
- কোনো ব্যাক্তিকে জোড়পূর্বক বা অন্যায়ভাবে জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা যাবেনা জাতীয়তা পরিবর্তন করার অধিকার অগ্রাহ্য করা যাবেনা।
- ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পূর্ণ বয়ষ্ক নারী-পুরুষের বিয়ে ও পরিবার গঠনের অধিকার রয়েছে। তেমনি বিবাহবিচ্ছেদ করতেও সমান অধিকার ভোগ করবে।
- বিয়ের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের স্বাধীন ও পূর্ণ মতামতের ভিত্তিতে বিয়ে সম্পন্ন হবে।
- একটি পরিবার রাষ্ট্রের কাছে থেকে নিরাপত্তা লাভ করার অধিকার রয়েছে।
- প্রত্যেকের এককভাবে অথবা মিলিতভাবে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার আছে।
- কাউকে অন্যায়ভাবে তার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবেনা।
- প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করা, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করা, রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্রের বাইরে স্বাধীনভাবে তথ্য জ্ঞ্যাপন, সন্ধান ও গ্রহণের অধিকার আছে।
- কাউকে জোড় করে সংঘভুক্ত করা যাবেনা। প্রত্যেকের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করা ও সমতি গঠনের আছে।
- প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে চাকুরী করার অধিকার, কাজের অনুকূল পরিবেশ লাভের অধিকার, সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার রয়েছে।
- মাতৃত্ব এবং শৈশবাবস্থায় প্রতিটি নারীর যত্ন ও সাহায্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে।
- প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভের অধিকার, প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষার অধিকার রয়েছে। মেধার ভিত্তিতে সকলের উচ্চতর শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে।
- প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে সংস্কৃতি চর্চার অধিকার, শিল্পকলায় অংশগ্রহণ এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার সুফল লাভে অংশ নেয়ার অধিকার রয়েছে।
- কোনো রাষ্ট্র, বাক্তি বা গোষ্ঠী এই ঘোষণা পত্রের বিকৃতি ঘটিয়ে উল্লিখিত অধিকার নস্যাৎ করতে পারবেনা।

জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত এসব মানবাধিকার সংক্রান্ত ধারাগুলো পুরো বিশ্বে মানুষের অধিকার রক্ষায় ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

মানবাধিকার কর্মীর কাজ কি?

মানুষের অধিকার রক্ষা করার কাজই হচ্ছে মানবাধিকার কর্মীর কাজ। সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষা করার জন্য যদি আপনি মন থেকে চান তাহলে আপনি একজন মানবাধিকার কর্মী হতে পারবেন। এখন আপনার মনে একটি প্রশ্ন থাকতে পারে যে, মানবাধিকার কর্মীদের কাজ কি? মানবাধিকার কর্মীর কাজ করে তাদের কি লাভ হয়? মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের কিছু মৌলিক অধিকার রয়েছে। কিন্তু সমাজে দেখা যায় সাধারণ মানুষ তাদের সেসব অধিকার থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে। তাই মানুষকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার জন্য মানবাধিকার কর্মীরা কাজ করেন।

একজন মানবাধিকার কর্মী তার প্রতিবেশীর দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনা, খারাপ-ভালো সবসময় পাশে থাকেন। মানবাধিকার কর্মীরা তাদের কাজকে ভালোবেসে মন থেকে গ্রহণ করেন। কারণ সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া যদি আপনার হৃদয় স্পর্শ না করে তাহলে আপনি একজন ভালো মানবাধিকার কর্মী হতে পারবেন না।

একজন আদর্শ মানবাধিকার কর্মী তার সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ে সব সময় সচেষ্ট থাকেন। কোনো ব্যাক্তি বা গোষ্ঠী যদি কোনো ব্যাক্তি বা গোষ্ঠীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করে অথবা অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাহলে মানবাধিকার কর্মীরা এগিয়ে আসেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য। কারণ মানবাধিকার কর্মীদের সুস্থ বিবেকবোধ থেকে তারা এগিয়ে আসেন। অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা লড়াই করে যান।

ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষিকা, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী যে কেউ চাইলে একজন মানবাধিকার কর্মী হতে পারেন। রাষ্ট্রের সাথে তাল মিলিয়ে মানবাধিকার কর্মীরা অধিকার আদায়ে কাজ করে যান। মানবাধিকার কর্মীরা কাজ করেন শান্তিপূর্ণভাবে।

তারা সহিংস পন্থায় অধিকার আদায়ে কাজ করেন না। আমাদের দেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রয়েছে। এই কমিশন মানবাধিকার কর্মীদের প্রতি সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মানবাধিকার কর্মীরা যেমন মানুষের অধিকারের জন্য লড়াই করে যান তেমনি রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব রয়েছে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য ১০ টি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম এবং ঠিকানা নিচে দেয়া হলোঃ

০১> জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
ঠিকানা:
গুলফেশা প্লাজা, ভবনের ১১ তলা
৮ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক
বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
ফোন : চেয়ারম্যান-৮৮-০২-৯৩৩৫৫১৩
পূণকালীন সদস্য : ৮৮-০২-৯৩৩৬৩৬৩
সেক্রেটারী: ৮৮-০২-৯৩৩৬৩৬৩
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৩৩৩২১৯
ওয়েবসাইট : www.nhrc.org.bd
ই-মেইল : nhrc.bd@gmail.com

০২> জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
ঠিকানাঃ
জাতীয় মহিলা সংস্থা ভবন (৮ম তলা)
১৪৫, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৮-০২-৮৩৩১৯০৬, ৮৩৩১১৫১
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৩৩১৭৩৭
হটলাইন : ০১৭৬১২২২২২২-৪
ওয়েবসাইট : www.nlaso.gov.bd
ই-মেইল : info@nlaso.gov.bd
জেলা কার্যালয়ঃ
জেলা লিগ্যাল এইড অফিস
(সকল জেলা জজ আদালত ভবন)

০৩> বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
ঠিকানাঃ
১০/বি/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৮-০২-৭১৬৯৭০১
ওয়েবসাইট : www.mahilaparishad.org
ইমেইল : info@mahilaparishad.org

০৪> বেঙ্গল হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল-বিএইচআরআই
সিকদার রেজেন্সি টাওয়ার, ৩য় তলা
১২৩, বনানী ১১ নম্বর সড়ক, বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
হেল্প লাইনঃ +৮৮ ০৯৬ ১১ ৩০৯ ৭৩৫
ই-মেইলঃ info@bhrint.org
ওয়েবসাইটঃ www.bhrint.org
ফেইসবুক পেইজঃ
https://www.facebook.com/bhrint.org

০৫> অধিকার
ঠিকানাঃ
বাড়ী নং ৩৫, রোড নং ১১৭, গুলশান-১, ঢাকা।
ফোন : ৮৮-০২-৯৮৮৮৫৮৭, ০১৭৪৯২৯৩৭৮৯
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৮৮৬২০৮
ওয়েবসাইট : www.odhikar.org
ইমেইল : odhikar.bd@gmail.com

০৬> হিউম্যান রাইটস এন্ড লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ইউনিট, ব্রাক
ঠিকানাঃ
ব্রাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা- ১২১২ ।
ফোন : ৮৮-০২-৯৮৮১২৬৫
এক্সটেনশন:৩২৭১ (পরিচালক)
এক্সটেনশন : ৩২৭৬ (সিনিয়র স্টাফ লইয়ার)
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৮৮২৩৫৪২
ইমেইল : info@brac.net
ওয়েবসাইট : www.brac.net

০৭> বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনডব্লিউএ)
ঠিকানাঃ
মনিকো মিনা টাওয়ার
৪৮/৩, পশ্চিম আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮৮-০২-৮১১২৮৫৮, ৯১৪৩২৯৩
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮১১২৮৫৮, ৯১৪৩২৯৩
ওয়েবসাইট : www.bnwlabd.org
ই-মেইল : bnwla@hrcmail.com

০৮> বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
ঠিকানাঃ
১/১ পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০
ফোন- ৮৮-০২-৮১২৬১৩৪, ৮১২৬১৩৭, ৮১২৬০৪৭
মোবাইলঃ ০১৭১৫-২২০২২০
ফ্যাক্স- ৮৮-০২-৯৩৪৭১০৭
ওয়েব সাইট- www.blast.org.bd
ই-মেইল- mail@blast.org.bd

০৯> আইন ও সালিশ কেন্দ্র
ঠিকানাঃ
৭/১৭, ব্লক-বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
ফোন- ৮১২৬১৩৭, ৮১২৬১৩৪, ৮১২৬৪০৭
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮১২৬০৪৫
ই-মেইল: ask@citechco.net

১০> বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হিউম্যান রাইটস
ঠিকানাঃ
২৭, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
মোবাইল : ০১৭২০৩০৮০৮০
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৩৫২১৬৬
ই-মেইল : bihr.bd@gmail.com

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা

বর্তমানে বহুল পরিচিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হচ্ছে 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ'। এটি একটি বেসরকারি ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অনেক সাহসী ও প্রশংসার সাথে সংস্থাটি কাজ করে আসছে। এই সংস্থাটি যেসব বিষয় নিয়ে কাজ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, মানব অধিকার বিষয়ক গবেষণা, সমর্থন এবং পরামর্শ দান করা। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে এটির প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

বেসরকারী আমেরিকান প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৭৮ সালে প্রথম এই সংস্থাটি আত্মপ্রকাশ করে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এর কার্যালয় রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো হচ্ছে, ব্রাসেলস, শিকাগো, বার্লিন, বৈরুত, লন্ডন, প্যারিস, টোকিও, মস্কো ইত্যাদি।

বেঙ্গল হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল-বিএইচআরআই এর অভ্যন্তরীণ নীতিমালাঃ

বেঙ্গল হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল-বিএইচআরআই বে-সরকারী একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বাস্তবায়নকারী সংস্থা । বেঙ্গল হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল-বিএইচআরআই পুরোপুরি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতিমালা অনুযায়ী গঠিত ও যাবতীয় কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করে থাকে । তবে সাংগঠনিক স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সকল সদস্যকে কিছু অভ্যন্তরীণ নীতিমালা অনুসরণ করেই উক্ত সংগঠনের সাথে করতে হবে ।

নীতিমালা সমূহঃ

১. বেঙ্গল হিউম্যান রাইটস ইন্টারন্যাশনাল-বিএইচআরআই এর সদস্যরা কোন প্রকার অভ্যন্তরীণ নালিশি সালিশি করতে পারবে না । অর্থাৎ কোন ব্যাক্তি যদি তাহার ব্যাক্তিগত সমস্যা তথা প্রতিবেশী বা বন্ধু বান্ধবের বা বাণিজ্যিকভাবে অর্থনৈতিক লেনদেন করে থাকে এবং কোনভাবে প্রতারিত হয় বা সামাজিক ঝামেলার সৃষ্টি হয় তবে সেই বিষয় বিএইচআরআই এর সদস্যগন উক্ত ঘটনায় সম্পৃক্ত এক পক্ষের নালিশ গ্রহণ অথবা সালিশি/মীমাংসার চেষ্টা বা প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারবে না । তবে উভয় পক্ষ যদি মীমাংসার জন্য লিখিত আবেদন করে সে ক্ষেত্রে বিএইচআরআই এর সদস্য'রা উভয়কে কার্যালয়ে ডেকে মানবিকতা রক্ষায় বিষয়টি নিস্পতি করতে পারবে তবে এই ক্ষেত্রে বিএইচআরআই এর সদস্যগন কোন প্রকার অর্থনৈতিক সুবিধা নিতে পারবে না ।

২. কাহারো পৈতৃক সম্পদ (একই বাবার ওয়ারিশগন) নিয়ে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বিএইচআরআই এর সদস্যগন কোন অবস্থাতেই হস্তক্ষেপ করতে পারবে না । তবে কোন অসহায় মানুষের

সম্পদ লুট বা দখল হয়ে থাকলে ঐ মজলুমের পক্ষে বিএইচআরআই এর সদস্যগন অবস্থান নিয়ে তাহার প্রাপ্য সম্পদ পাইয়ে দেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারবে । এই ক্ষেত্রে যদি মজলুমকে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয় তবে অবশ্যই বিএইচআরআই নিজস্ব আইনজীবী প্রদান করবে এবং মজলুম অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হইলে তাহার মো কাদ্দমার যাবতীয় খরচ বিএইচআরআই বহন করবে ।

৩. বিএইচআরআই এর সদস্যগন কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় আইন বহির্ভূত অভিযান পরিচালনা করতে পারবে না । তবে মাদক, মানব পাচার, নারী ও শিশু পাচার, সামাজিক যেকোন অনিয়মকে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে নিকটস্থ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তর করতে পারবে ।

৪. বিএইচআরআই এর সদস্যগন কোন প্রকার অবৈধ অস্ত্র, ভীতি প্রদর্শনের লক্ষে অনুমোদন বিহীন ওয়াকি-টকি বহন করতে পারবে না। সর্বোপরি সাধারন মানুষকে কোন প্রকার ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে পারবে না ।

৫. যেকোন মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিএইচআরআই এর সদস্যগন সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারবে ।

৬. বিএইচআরআই এর সদস্যগন ব্যাক্তিগত প্রয়োজনে সংগঠনের নাম ব্যবহার করতে পারবে না । এমনকি সদস্যগনের ব্যাক্তিগত কোন অপরাধের দ্বায়ভার বিএইচআরআই নিবে না । তবে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে যাবতীয় আপদকালিন সময় বিএইচআরআই উক্ত সদস্যকে যাবতীয় সহযোগিতা প্রদান করতে বাধ্য ।

৭. মানবাধিকার সংগঠন গুলোর সম্মান অক্ষুণ্ন রাখতে নিজ নিজ এলাকায় ভুয়া মানবাধিকার সংগঠন শনাক্ত করণে সদা জাগ্রত থাকবে বিএইচআরআই এর সদস্যগন একই সাথে সন্দেহ ভাজন সংগঠনের অবৈধ কার্যক্রমের বাস্তব ও লিখিত প্রমান সংগ্রহ করে স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে উক্ত ভুয়া সংগঠনকে নির্মূল করতে হবে । একই সাথে প্রতারিত সাধারন মানুষকে উক্ত বিষয় সচেতন ও কাউন্সিলিং করতে হবে ।

৮. বিএইচআরআই এর সদস্যগন কোন অবস্থাতেই কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে সরাসরি অবস্থান নিতে পারবে না বা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিএইচআরআই এর অন্য সদস্যদের আমন্ত্রণ বা বাধ্য করতে পারবে না ।

৯. কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারী বিএইচআরআই এর সদস্যপদের জন্য আবেদন করতে পারবে না। পরিচয় গোপন করে যদি কোন ব্যাক্তি সংগঠনে যুক্ত হয়ে থাকে তবে অবশ্যই তাহাকে কমপক্ষে ১ লক্ষ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে এবং সদস্যপদ বাতিল করা হইবে ।

১০. সংগঠনের ভিতরে বা বাইরে কোন প্রকার চাঁদাবাজি সম্পূর্ণ অবৈধ । এহেন কর্মকাণ্ডের সাথে জরিত সদস্যদের বিরুদ্ধে বিএইচআরআই জুডিশিয়াল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।

১১. বিএইচআরআই এর নামে কোন প্রকার ভার্চুয়াল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কেননা বিএইচআরআই এর সকল কমিটির ভার্চুয়াল কর্মকাণ্ড প্রধান কার্যালয় হইতে সরাসরি নিয়ন্ত্রিত।

১২. বিএইচআরআই এর সদস্যগণ অন্য কোন সংগঠনের সাথে যৌথ উদ্যোগে যেকোন মানবিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে কিন্তু তাহাদের অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ডের সাথে কোন অবস্থাতেই সম্পৃক্ত হওয়া যাইবে না।

১৩. বিএইচআরআই এর সদস্যগণ নিজ নিজ এলাকায় স্কুল,কলেজ,মাদ্রাসা সহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানবাধিকার ও জনসচেতনতা মূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবে । তবে এই ক্ষেত্রে অবশ্যই নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতি নিতে হবে ।

১৪. যেকোন জরুরী অবস্থায় বিএইচআরআই এর সদস্যগণ জাতীয় প্রধান কার্যালয় বা দায়িত্বরত কর্মকর্তাকে নিয়মিত রিপোর্ট দিতে হবে ।

১৫. সংগঠন বিরোধী সকল কর্মকাণ্ড অবৈধ তাই ইহার সহিত যুক্ত সদস্য'র বিরুদ্ধে জুডিশিয়াল ব্যবস্থা গ্রহণ বাধ্যতা মূলক।

পরিশেষে

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র থেকে শুরু করে সমাজ এবং ব্যাক্তি পর্যায়েও এগিয়ে আসতে হবে। এখনো আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছে এবং অনেক ঘটনা ঘটিছে যার মাধ্যমে মানবাধিকার ভূলণ্ঠিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আমাদের কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

"ধন্যবাদ"